

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন



পরিবেশ কী?

আমাদের চারপাশের সবকিছু—মাটি, পানি, বাতাস, গাছপালা, জীবজন্তু নিয়েই পরিবেশ। একটি সুস্থ জীবনধারণের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি।

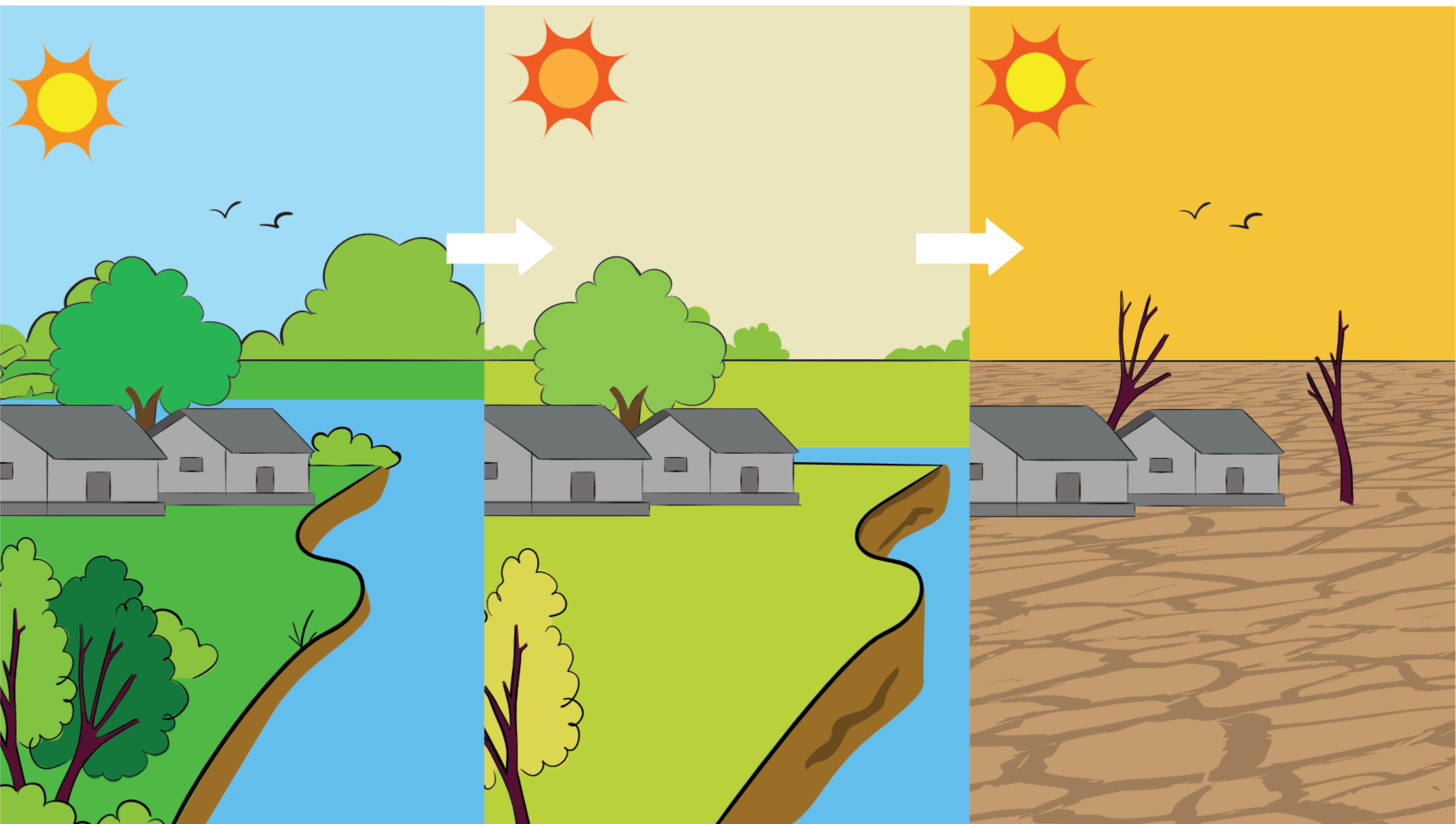
পরিবেশ কী?



জলবায়ু পরিবর্তন কী?

দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন বলতে বোঝায় পরিবেশের এমন পরিবর্তনসমূহ যা মানুষের জীবন, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে তাপমাত্রা-বৃষ্টিপাতের ধারা, সাগরস্তরের উচ্চতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন ও পরিবেশে যেসব ক্ষতি হয় তার দিকে ইঙ্গিত করে।

জলবায়ু পরিবর্তন কী?



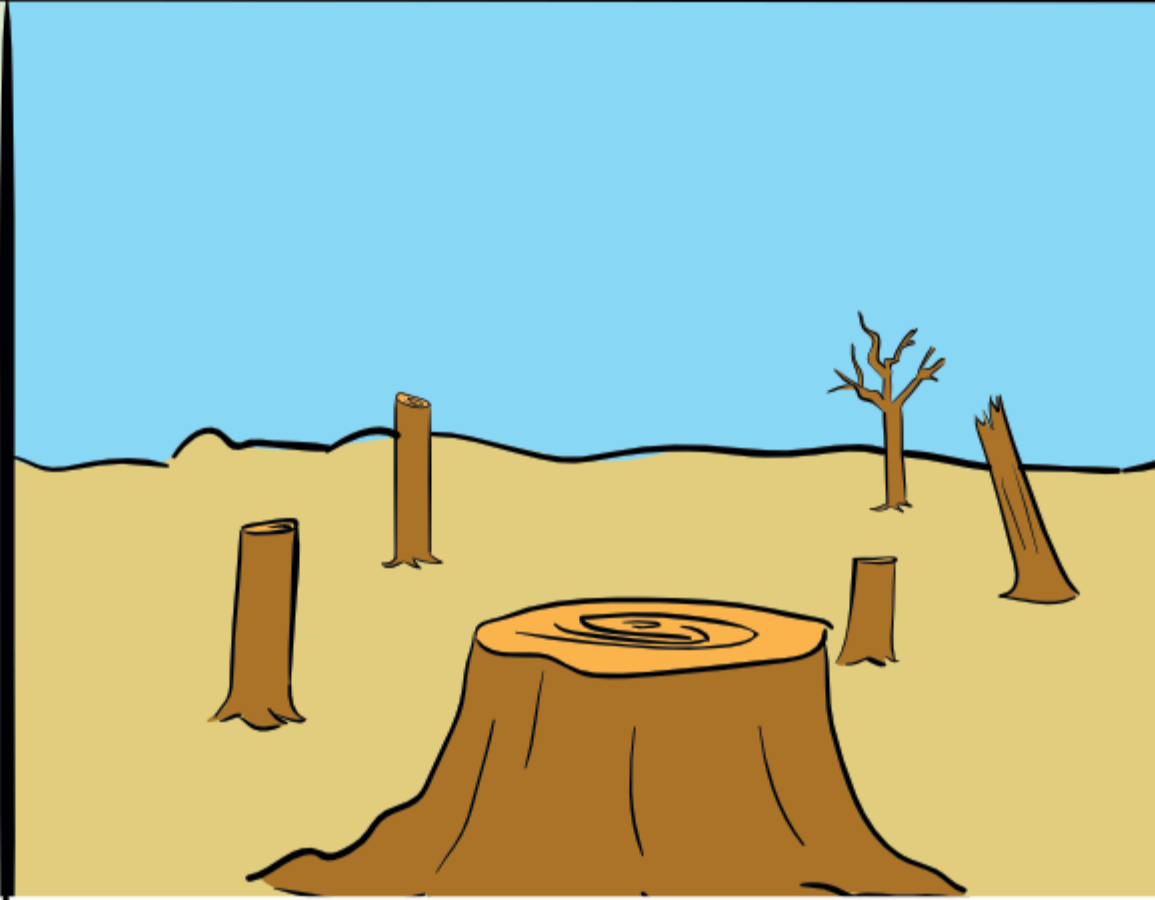
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণসমূহ

- ১ জীবাশ্ম/খনিজ জ্বালানির ব্যবহার (যেমন—কয়লা, তেল, গ্যাস)
- ২ বনভূমি ধ্বংস
- ৩ শিল্পকারখানা থেকে নির্গত দূষণ
- ৪ শিল্প ও কৃষিতে রাসায়নিকের অতিরিক্ত ব্যবহার
- ৫ অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণসমূহ



জীবাশ্ম/খনিজ জ্বালানির ব্যবহার
(যেমন—কয়লা, তেল, গ্যাস)



বনভূমি ধ্বংস



শিল্পকারখানা থেকে নির্গত দূষণ



শিল্প ও কৃষিতে রাসায়নিকের অতিরিক্ত ব্যবহার



অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন

গ্রীন সোশ্যাল ডায়ালগ

জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ (গ্রীন সোশ্যাল ডায়ালগ) হলো এমন একটি ধারণা যেখানে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতা প্রক্রিয়ায় জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব বিষয়সমূহ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়িত হয়।

গ্রীন সোশ্যাল ডায়ালগ



জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের লক্ষ্য

- ১ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা।
- ২ জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে কর্মীদের সক্ষম করে তোলা।
- ৩ শ্রমিকদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ৪ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিরা যৌথভাবে দায়িত্ব ভাগ করে কর্মস্থলের পরিবেশগত প্রভাব কমাতে এবং পরিবেশ উন্নয়নে একসাথে কাজ করা

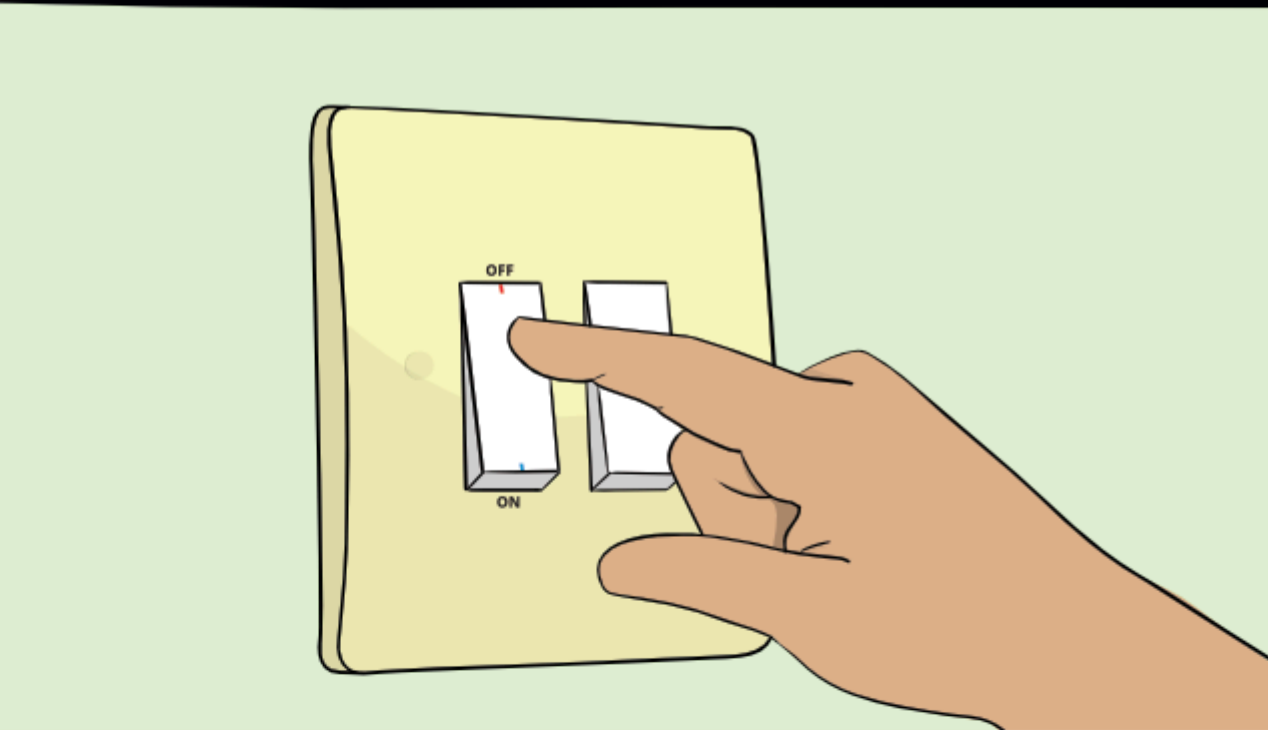
জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের লক্ষ্য



শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা।



জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে কর্মীদের সক্ষম করে তোলা।



শ্রমিকদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।



শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিরা যৌথভাবে দায়িত্ব ভাগ করে কর্মস্থলের পরিবেশগত প্রভাব কমাতে এবং পরিবেশ উন্নয়নে একসাথে কাজ করা

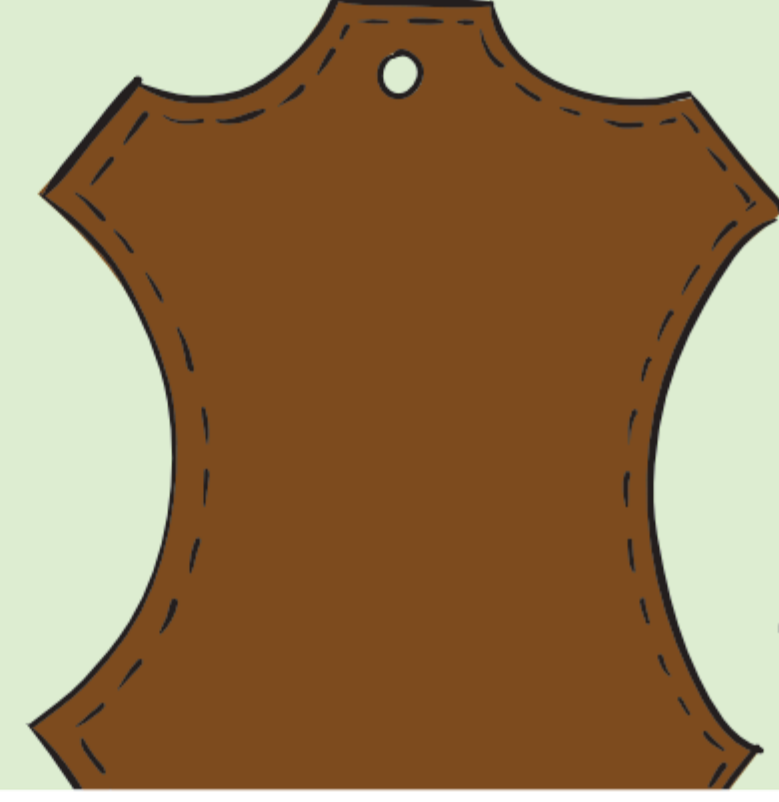
জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের উপকারিতা

- ১ শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।
- ২ শ্রমিকরা সরাসরি পরিবেশগত ঝুঁকি ও সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে, যা পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।
- ৩ একটি কারখানার সফল সংলাপ অন্য কারখানার জন্য উদাহরণ তৈরি করে।
- ৪ শ্রমিকদের কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
- ৫ কারখানাগুলোকে পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং ক্রেতাদের শর্ত মেনে চলতে সহায়তা করে।

জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের উপকারিতা



শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।



নিরাপদ উৎপাদন

শ্রমিকরা সরাসরি পরিবেশগত ঝুঁকি ও সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে, যা পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

'ক' ট্যানারি লি.



একটি কারখানার সফল সংলাপ অন্য কারখানার জন্য উদাহরণ তৈরি করে।



শ্রমিকদের কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।



কারখানাগুলোকে পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং ক্রেতাদের শর্ত মেনে চলতে সহায়তা করে।

জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের প্রতিবন্ধকতা

- ১ শ্রমিক ও মালিকপক্ষের অনেক সময় পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কারিগরি বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব থাকে।
- ২ উভয়পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার ঘাটতি দেখা যায়।
- ৩ অনেক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন, অংশগ্রহণমূলক কমিটি বা সেইফটি কমিটি কার্যকরভাবে কাজ করে না বা সক্রিয় থাকে না।

জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের প্রতিবন্ধকতা



শ্রমিক ও মালিকপক্ষের অনেক সময় পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কারিগরি বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব থাকে।



উভয়পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার ঘাটতি দেখা যায়



সেফটি
কমিটি
কার্যকর



অনেক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন, অংশগ্রহণমূলক কমিটি বা সেফটি কমিটি কার্যকরভাবে কাজ করে না বা সক্রিয় থাকে না।

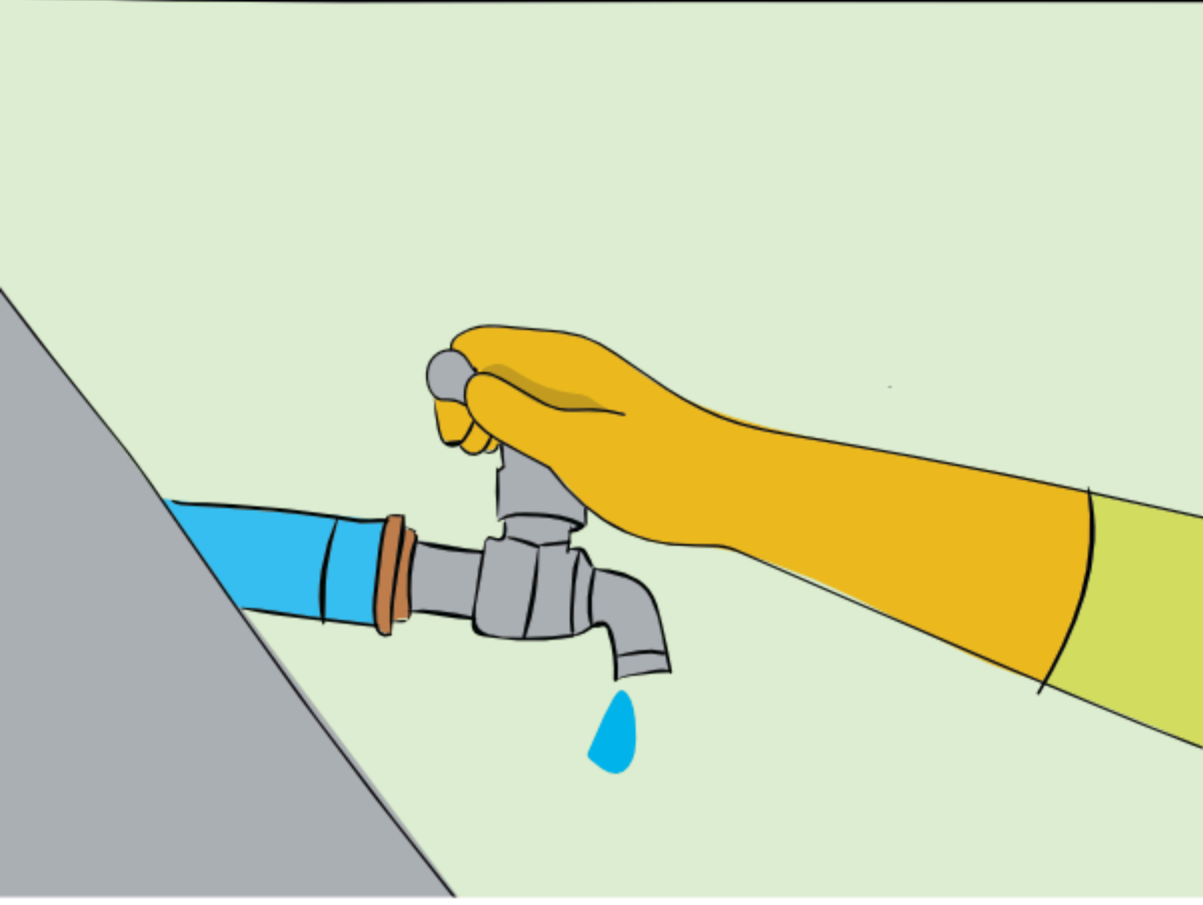
কারখানায় কমিটির সভায় জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্তকরণ

জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের ধারণা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এবং কার্যকর সুফল পেতে ট্রেড ইউনিয়ন/অংশগ্রহণমূলক কমিটি সহ কারখানার বিভিন্ন কমিটির সভায় জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব আলোচ্যসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক।

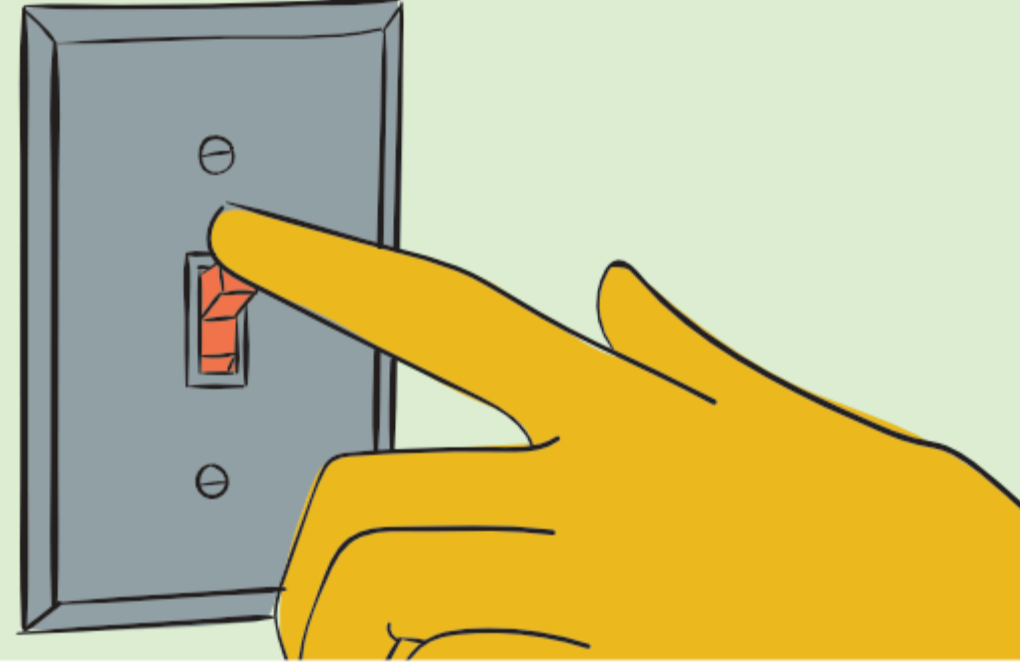
সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়:

- পানির অপচয় রোধ
- বিদ্যুতের অপচয় রোধ
- সূর্যের আলোর ব্যবহার
- কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি
- বর্জ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার
- কেমিক্যালের সচেতন ব্যবহার
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর ব্যবহার।

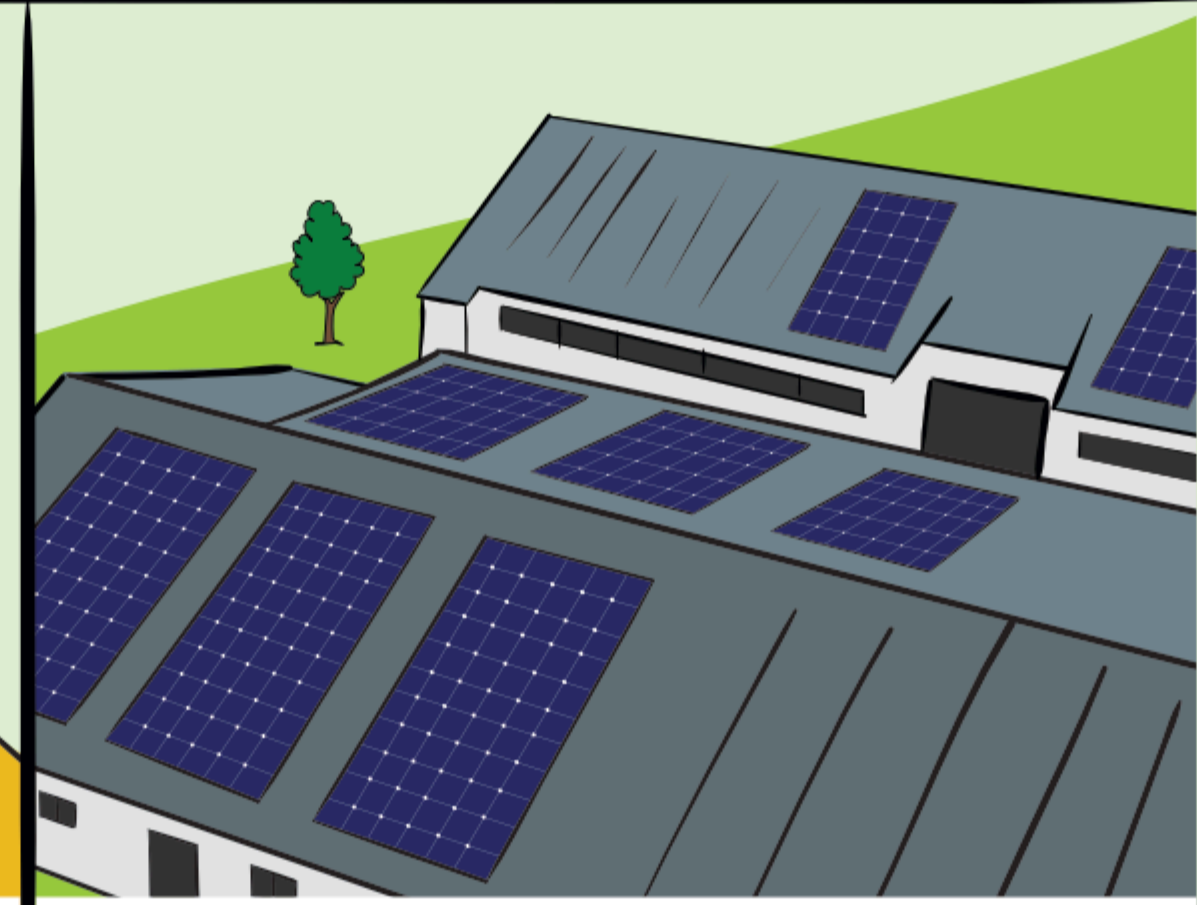
কারখানায় কমিটির সভায় জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্তকরণ



পানির অপচয় রোধ



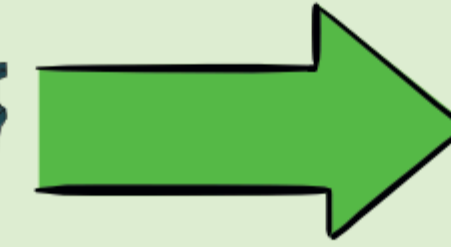
বিদ্যুতের অপচয় রোধ



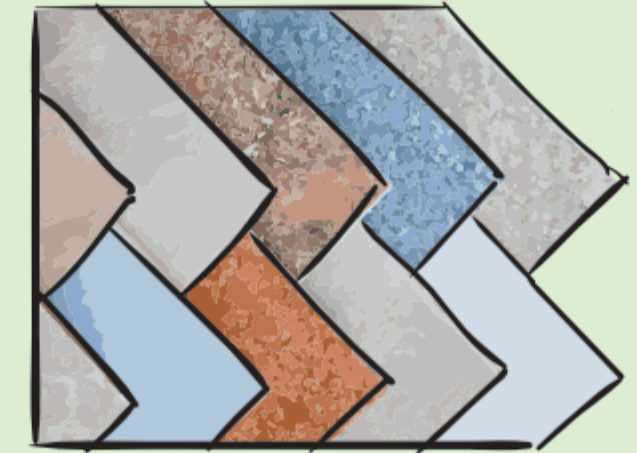
সূর্যের আলোর ব্যবহার



কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি



টাইলস

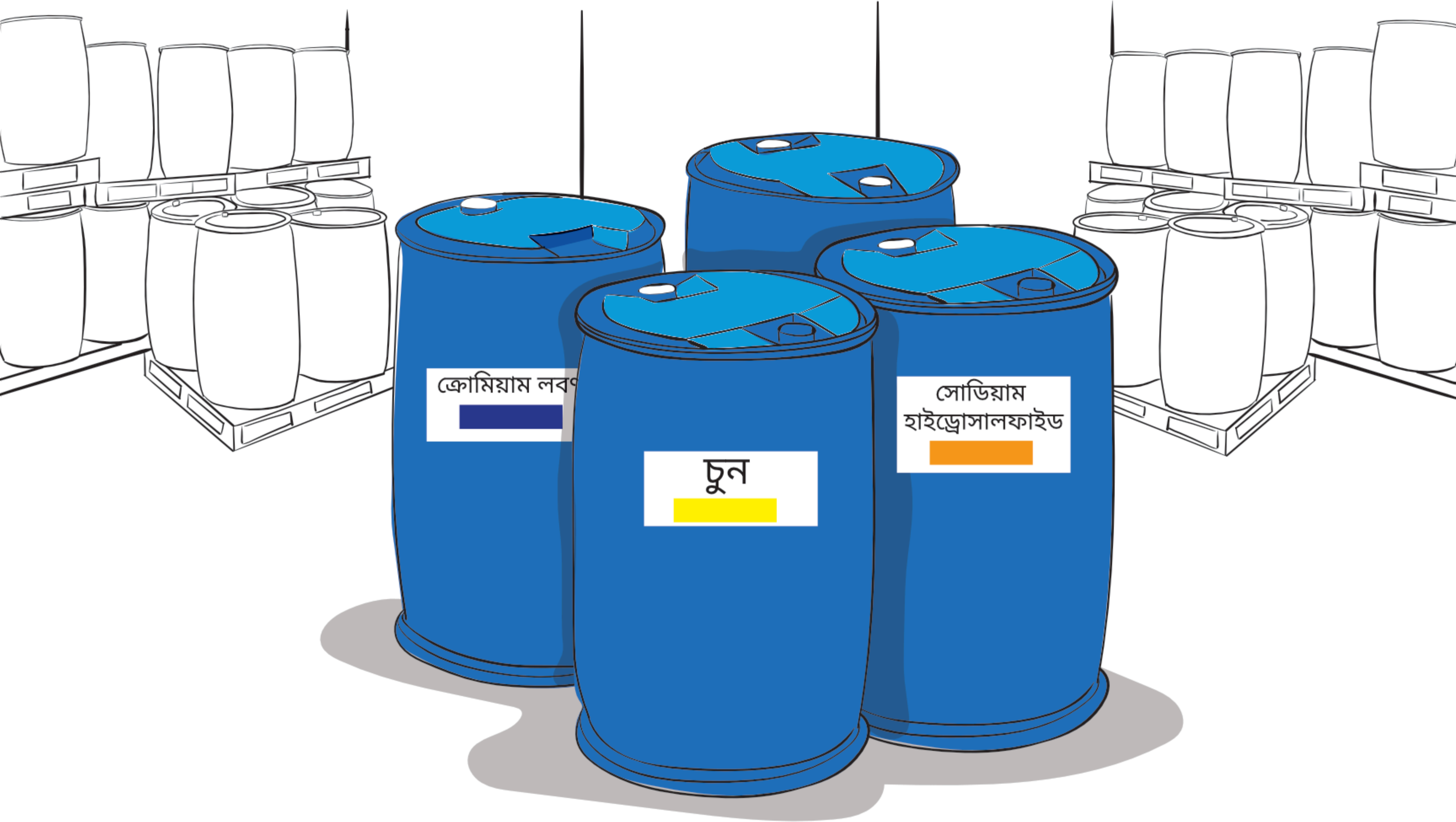


বর্জ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার

কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা

ট্যানারিতে সকল কেমিক্যাল সঠিকভাবে সংরক্ষণ, যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার, স্থানান্তর, নিরাপদ পরিবহন, ও অব্যবহৃত কেমিকেল আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করাসহ সকল ব্যবস্থাপনাকেই কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা বলা হয়। পাশাপাশি পণ্য উৎপাদনের সময় রেসিপি অনুযায়ী কেমিকেল ব্যবহারও কেমিকেল ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

ট্যানারি শিল্পে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা

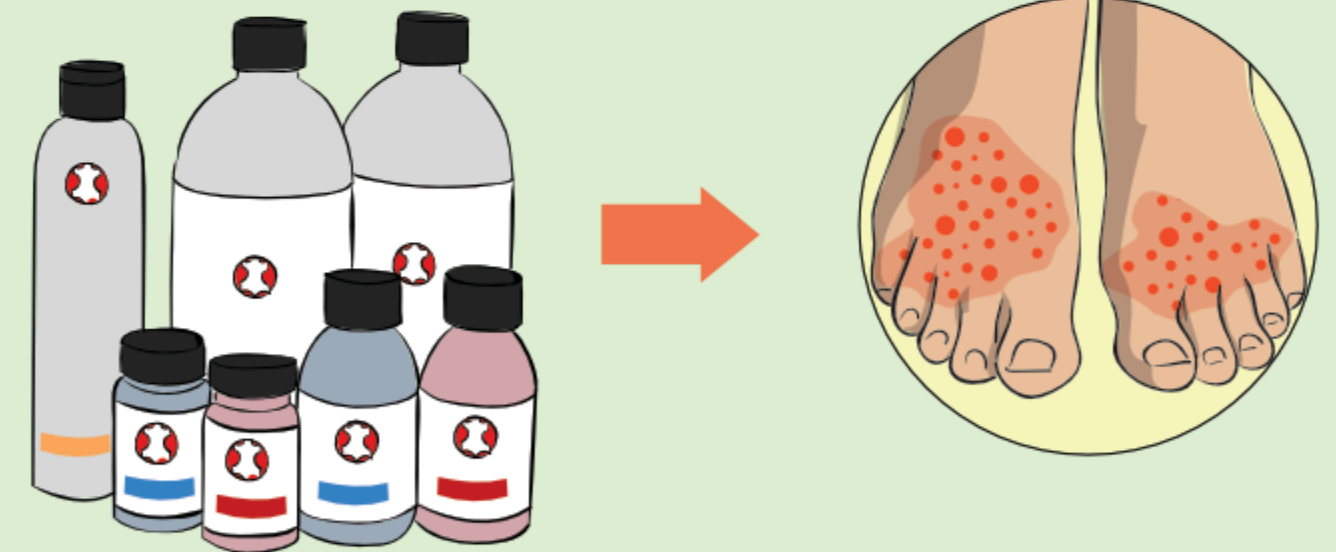
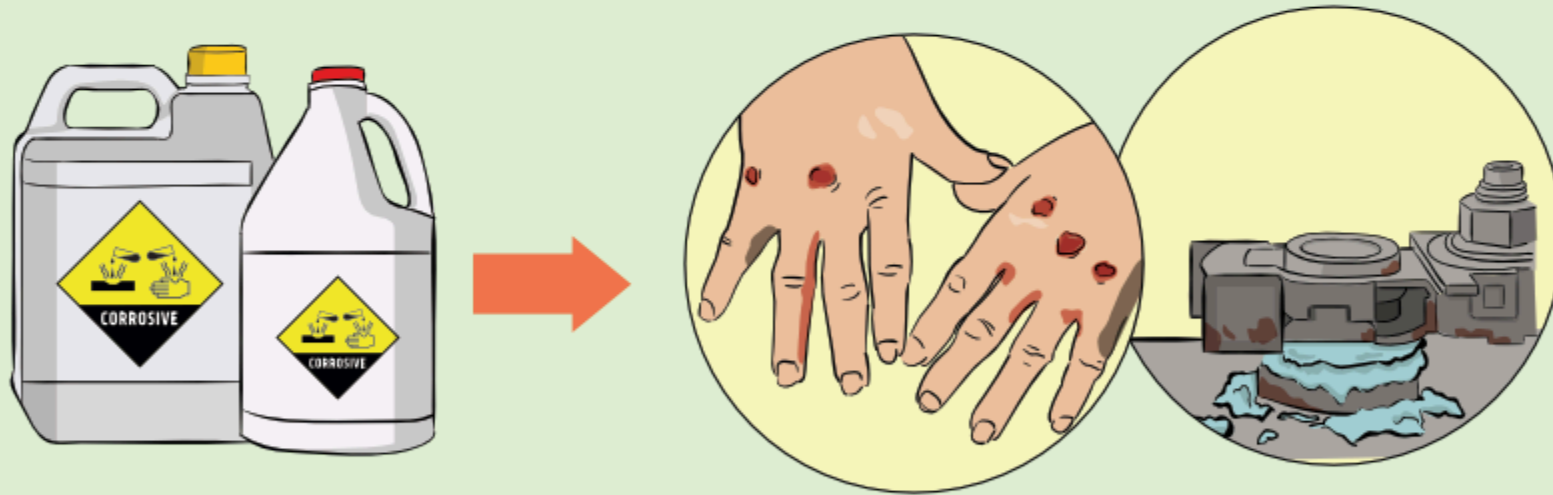
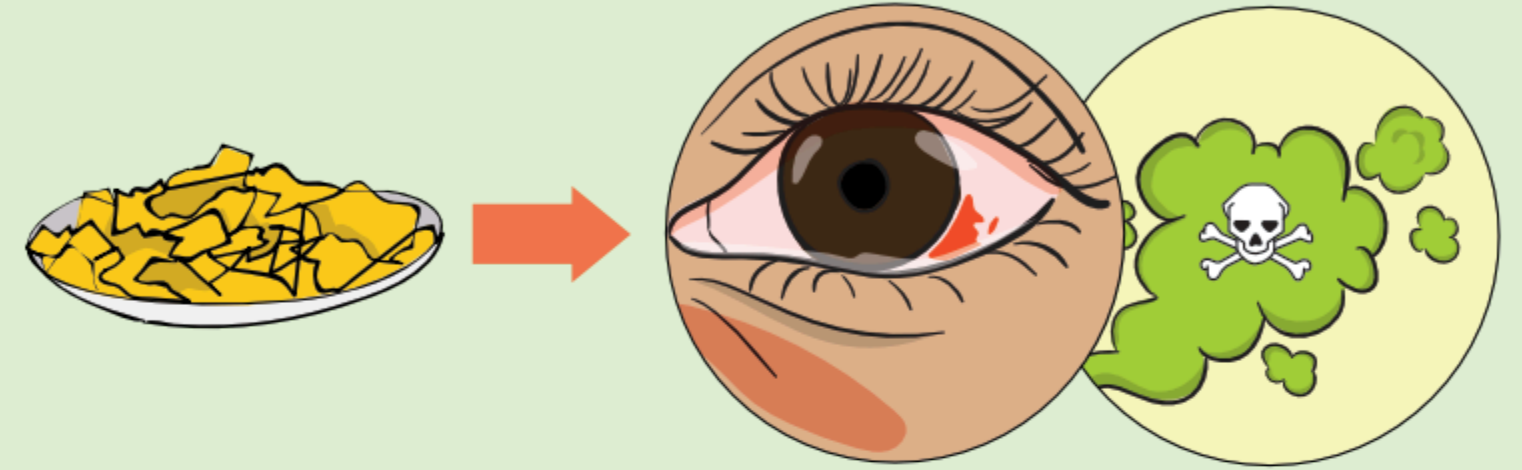
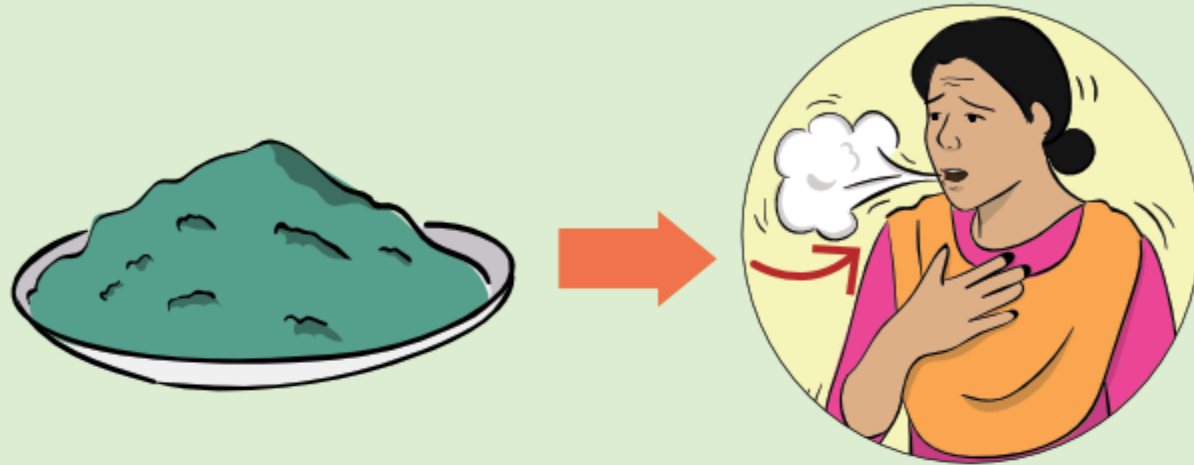


কেমিক্যাল হাজার্ড ও তার ঝুঁকিসমূহ

কেমিক্যাল হাজার্ড হল এমন কোনো পদার্থ যা মানুষের জন্য প্রতিকূল শারীরিক ও স্বাস্থ্যেও প্রভাব ফেলতে পারে বা এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে।

কেমিক্যাল হাজার্ড	ক্ষতির ধরণ	উদাহরণ
শ্বাসরোধক	চোখ, ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রে প্রদাহ, কাশি, ফুসকুড়ি বা রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে অ্যালার্জি বা অন্যান্য জটিলতা তৈরি করতে পারে।	কার্বন মনোক্সাইড
ক্ষয়কারী	ধাতু বা অন্যান্য পদার্থের গঠন নষ্ট করে এবং সরাসরি সংস্পর্শে ত্বক, চোখ বা টিস্যুতে স্থায়ী ক্ষতি বা পোড়া সৃষ্টি করতে পারে।	সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড
উত্তেজক (Irritants)	চোখ, ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রে প্রদাহ, কাশি, ফুসকুড়ি বা রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে অ্যালার্জি বা অন্যান্য জটিলতা তৈরি করতে পারে।	নিকেল ক্লোরাইড, ক্রোমিক অ্যাসিড
সংবেদনশীল (Allergenic)	বারবার এক্সপোজারের ফলে হাঁপানি, কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস বা ফুসফুসের রোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা তৈরি করতে পারে।	ক্লোরিন, ক্ষার
কার্সিনোজেন	কার্সিনোজেন কেমিক্যাল ক্যান্সার সৃষ্টি করে এবং সামান্য পরিমাণ এক্সপোজারও মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।	বেনজিন, ক্যাডমিয়াম, ফর্মালডিহাইড, ভিনাইল ক্লোরাইড
প্রতিক্রিয়াশীল (Reactive)	প্রতিক্রিয়াশীল কেমিক্যাল বাতাস বা অন্য কেমিক্যালের সংস্পর্শে হঠাৎ বিস্ফোরণ বা অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।	নাইট্রিক অ্যাসিড, বেনজয়েল পার-অক্সাইড, সিলেন
দাহ্য (Flammable)	দাহ্য কেমিক্যাল সহজে আগুন ধরে এবং অক্সিজেনের সংস্পর্শে দ্রুত জ্বলে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।	মিথানল, অ্যাসিটোন, প্রোপেন, বিউটেন

কেমিক্যাল হাজার্ড ও তার ঝুঁকিসমূহ



কেমিক্যাল সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন

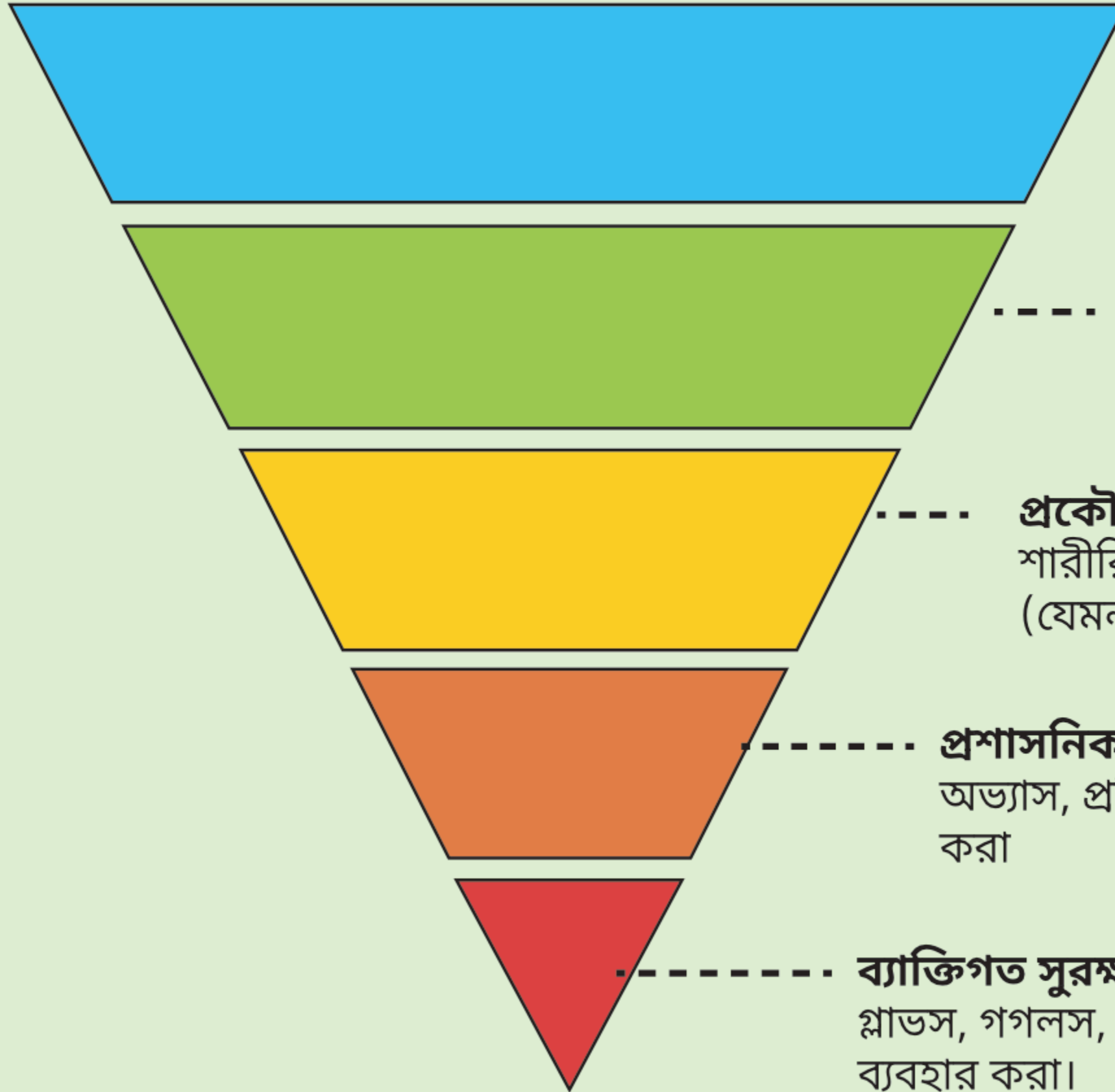
- ১ **নির্মূল:** বিপদ সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা (যদি সম্ভব হয়)।
- ২ **প্রতিস্থাপন:** বিপজ্জনক কেমিক্যাল কম বিপজ্জনক দিয়ে প্রতিস্থাপন করা।
- ৩ **প্রকৌশল নিয়ন্ত্রণ:** কাজের পরিবেশে শারীরিক পরিবর্তনগুলি প্রয়োগ করা (যেমন, বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, আবদ্ধ প্রক্রিয়া)।
- ৪ **প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ:** নিরাপদ কাজের অভ্যাস, প্রশিক্ষণ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
- ৫ **ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম:** গ্লাভস, গগলস, রেসপিরেটর ইত্যাদি ব্যবহার করা

কেমিক্যাল সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন

সবচেয়ে
কার্যকরী



কম
কার্যকারী



----- **নির্মূল:** বিপদ সম্পূর্ণরূপে
অপসারণ করা (যদি
সম্ভব হয়)

----- **প্রতিস্থাপন:** বিপজ্জনক
কেমিক্যাল কম বিপজ্জনক
দিয়ে প্রতিস্থাপন করা

----- **প্রকৌশল নিয়ন্ত্রণ:** কাজের পরিবেশে
শারীরিক পরিবর্তনগুলি প্রয়োগ করা
(যেমন, বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, আবদ্ধ প্রক্রিয়া)

----- **প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ:** নিরাপদ কাজের
অভ্যাস, প্রশিক্ষণ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ
করা

----- **ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম:**
গ্লাভস, গগলস, রেসপিরেটর ইত্যাদি
ব্যবহার করা।

ট্যানারি কর্মীদের জন্য রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনা

- ১ ব্যবহৃত কেমিক্যাল সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন এবং সুরক্ষা ডেটা শীট (SDS) পড়ুন।
- ২ বাংলায় সুরক্ষা ডেটা শীট (SDS)-এর নির্দেশনাগুলো কেমিক্যাল স্টোরে এবং কেমিক্যাল ব্যবহারের স্থানে ঝুলিয়ে রাখুন।
- ৩ নির্দেশাবলী অনুযায়ী সঠিক PPE ব্যবহার করা।
- ৪ কেমিক্যাল দ্রব্য মেশানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা।
- ৫ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান।
- ৬ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।
- ৭ কেমিক্যাল বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন।

ট্যানারি কর্মীদের জন্য রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনা



ব্যবহৃত কেমিক্যাল সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন এবং
সুরক্ষা ডেটা শীট (SDS) পড়ুন।



নির্দেশাবলী অনুযায়ী সঠিক PPE ব্যবহার করা।



কেমিক্যাল দ্রব্য মেশানোর সময় সতর্কতা
অবলম্বন করা।



কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান।



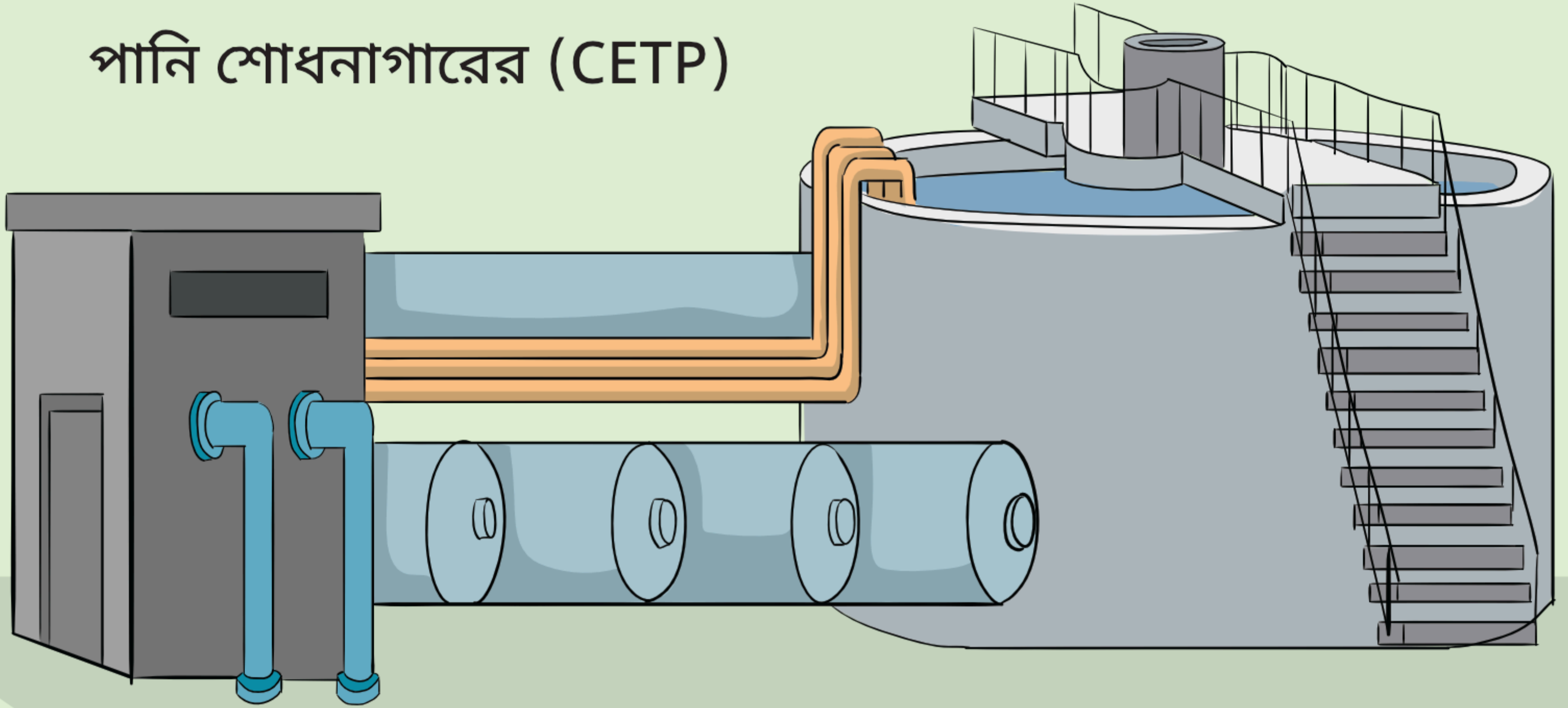
কেমিক্যাল বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন।

ট্যানারি শিল্পে পানি ব্যবস্থাপনা

ট্যানারি শিল্পে কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনেক পানি ব্যবহৃত হয়। পানি ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায়, পানি অপচয় কমানো এবং ব্যবহৃত পানিকে সঠিকভাবে সংগ্রহ, ব্যবহার ও শোধন করা। এছাড়া, প্রক্রিয়াকরণের পর উৎপন্ন দূষিত পানিকে পরিবেশ আইন অনুযায়ী নিরাপদভাবে শোধন ও নিষ্কাশন করাও এর অংশ। উদাহরণস্বরূপ, দূষিত পানিকে প্রথমে প্রাক-শোধন করা এবং তারপর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারে পাঠানো ও সম্ভব হলে পুনঃব্যবহার করাও পানি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

ট্যানারি শিল্পে পানি ব্যবস্থাপনা

পানি শোধনাগারের (CETP)



ট্যানারি কর্মীদের জন্য রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনা

ফলাফল	ব্যাখ্যা
পানিদূষণ	ট্যানারির বর্জ্য, যেমন সালফাইড, ক্রোমিয়াম, অ্যাসিড ও রঙ নদী-নালায় মিশে দূষণ ঘটায়।
স্বাস্থ্যঝুঁকি	দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে স্থানীয় মানুষের চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট ও ক্যান্সারের মতো রোগ হতে পারে।
জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি	দূষিত পানি মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনচক্রকে ধ্বংস করে দেয়।
ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস	অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে ভবিষ্যতে কৃষি ও গৃহস্থালি কাজে পানির সংকট দেখা দিতে পারে।
টেকসই উন্নয়নে বাধা	পানি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশবান্ধব উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

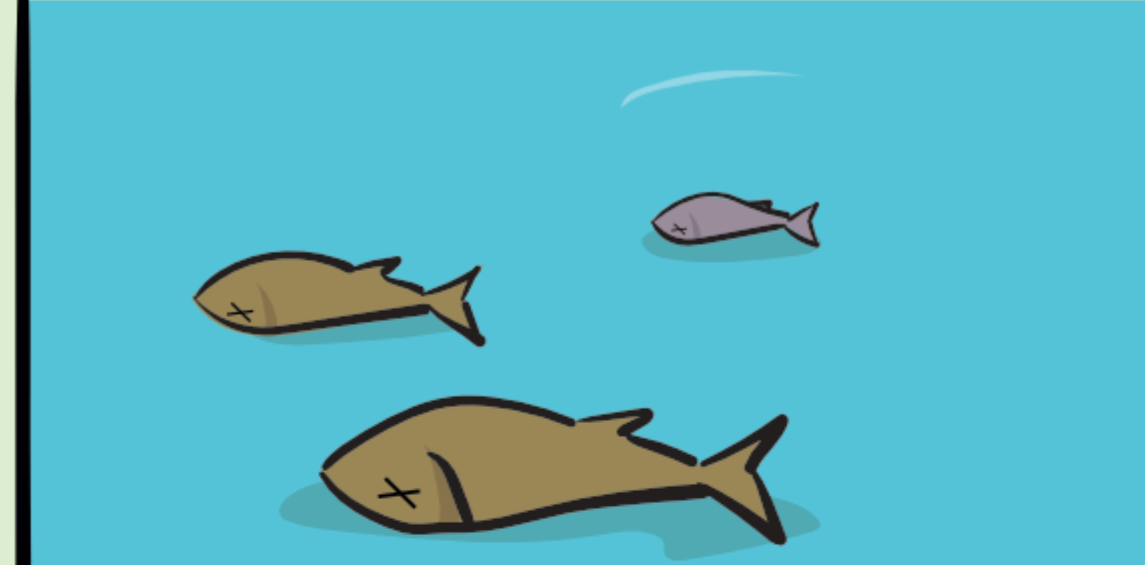
পানি অপচয়ের ক্ষতিকারক দিক



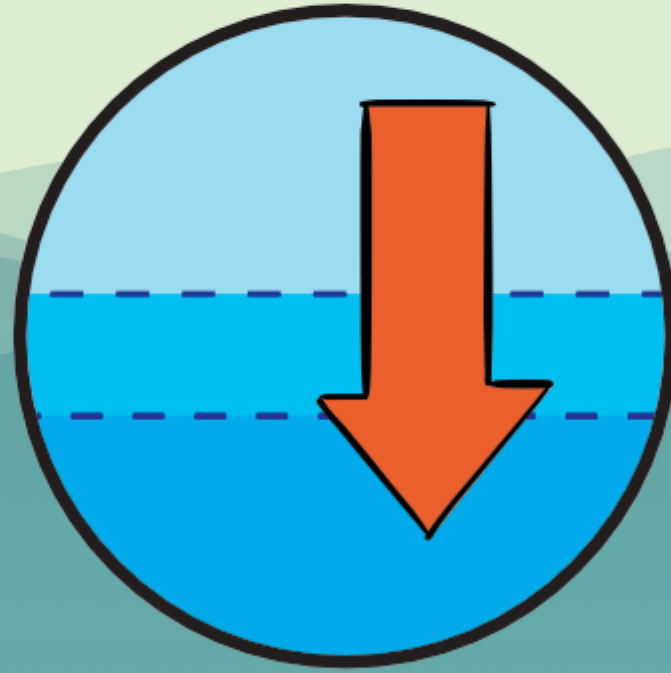
পানিদূষণ



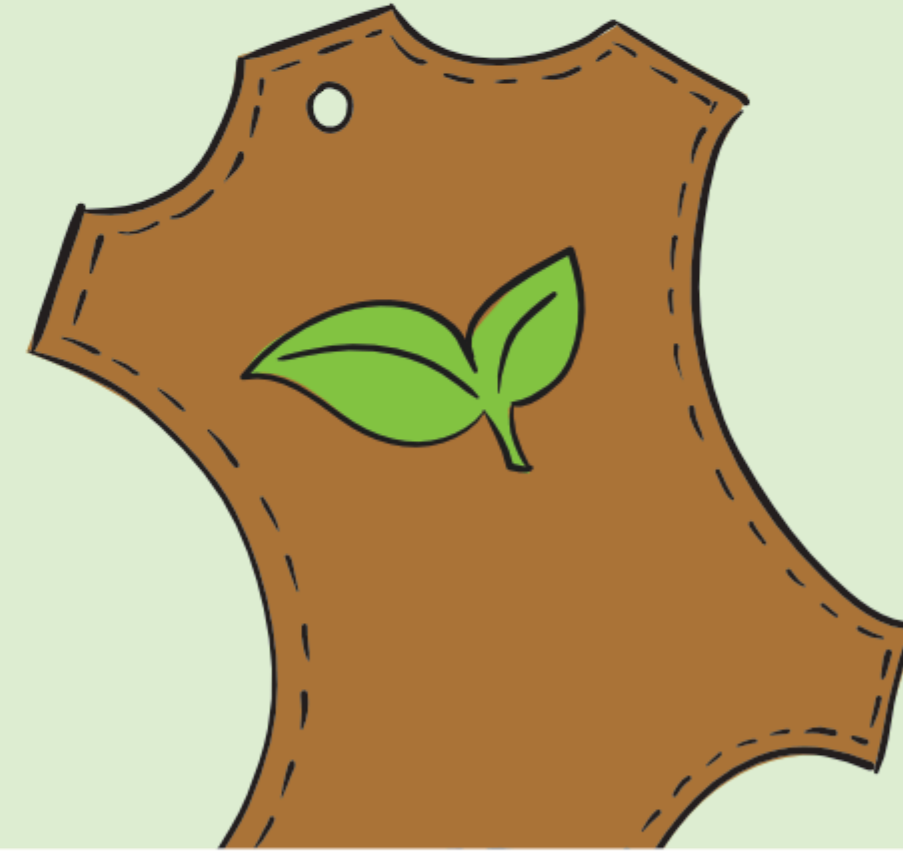
স্বাস্থ্যঝুঁকি



জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি



ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস

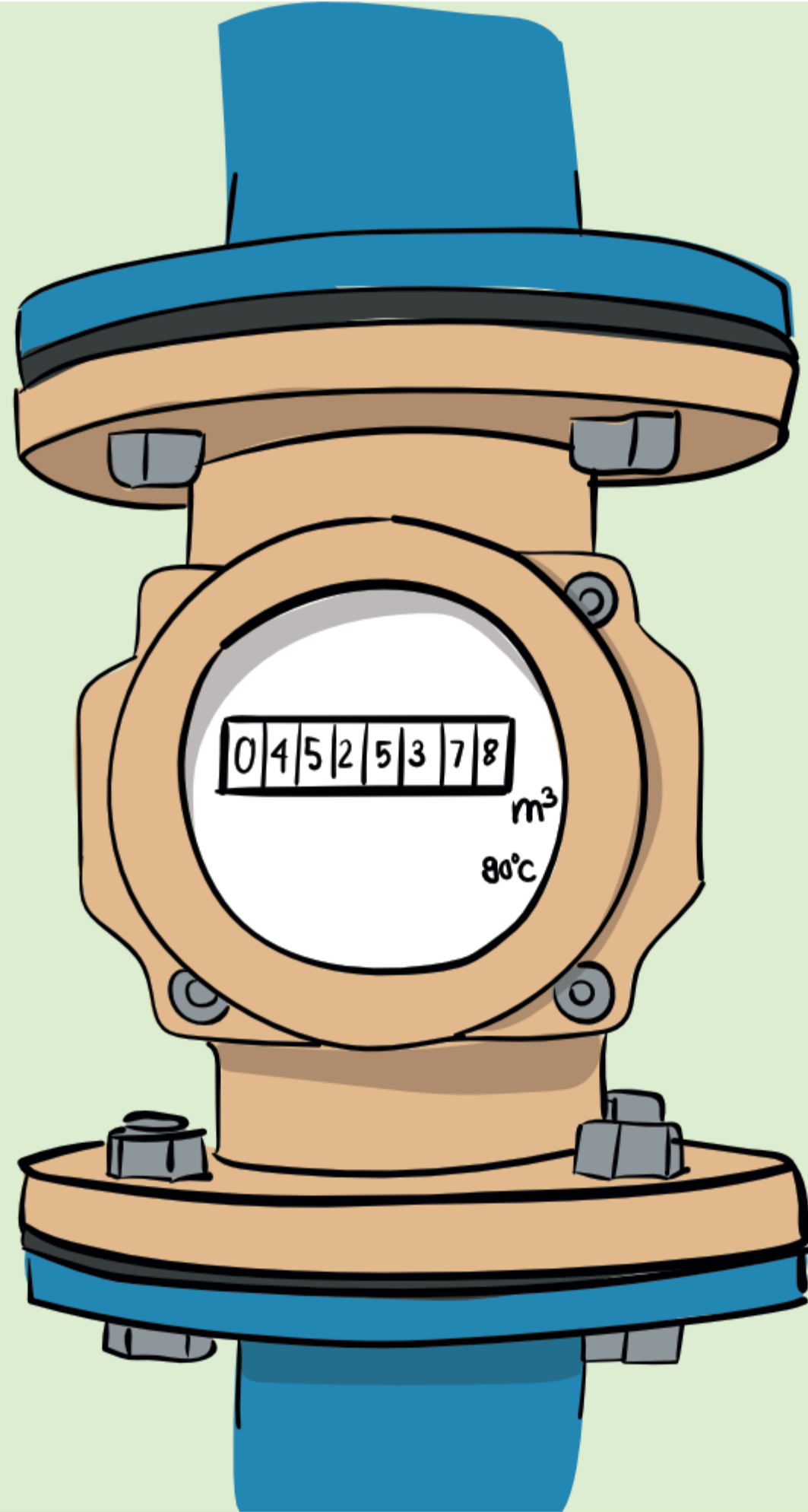


টেকসই উন্নয়নে বাধা

পানি ব্যবস্থাপনার উপায়

- ১ ড্রাম আর কেমিকেল বর্জ্য পরিষ্কার করার সময় পানি অপচয় কমানোর জন্য পাইপে নজেল বা স্প্রিংকলার ব্যবহার করতে হবে।
- ২ কারখানায় পানি মাপার জন্য আলাদা মিটার বসাতে হবে। উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত পানি এক মিটার দিয়ে মাপা হবে, আর উৎপাদনের বাইরের কাজে (যেমন পরিষ্কার, টয়লেট ইত্যাদি) অন্য মিটার দিয়ে মাপা হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পানির অপচয় রোধ করা।

পানি ব্যবস্থাপনার উপায়



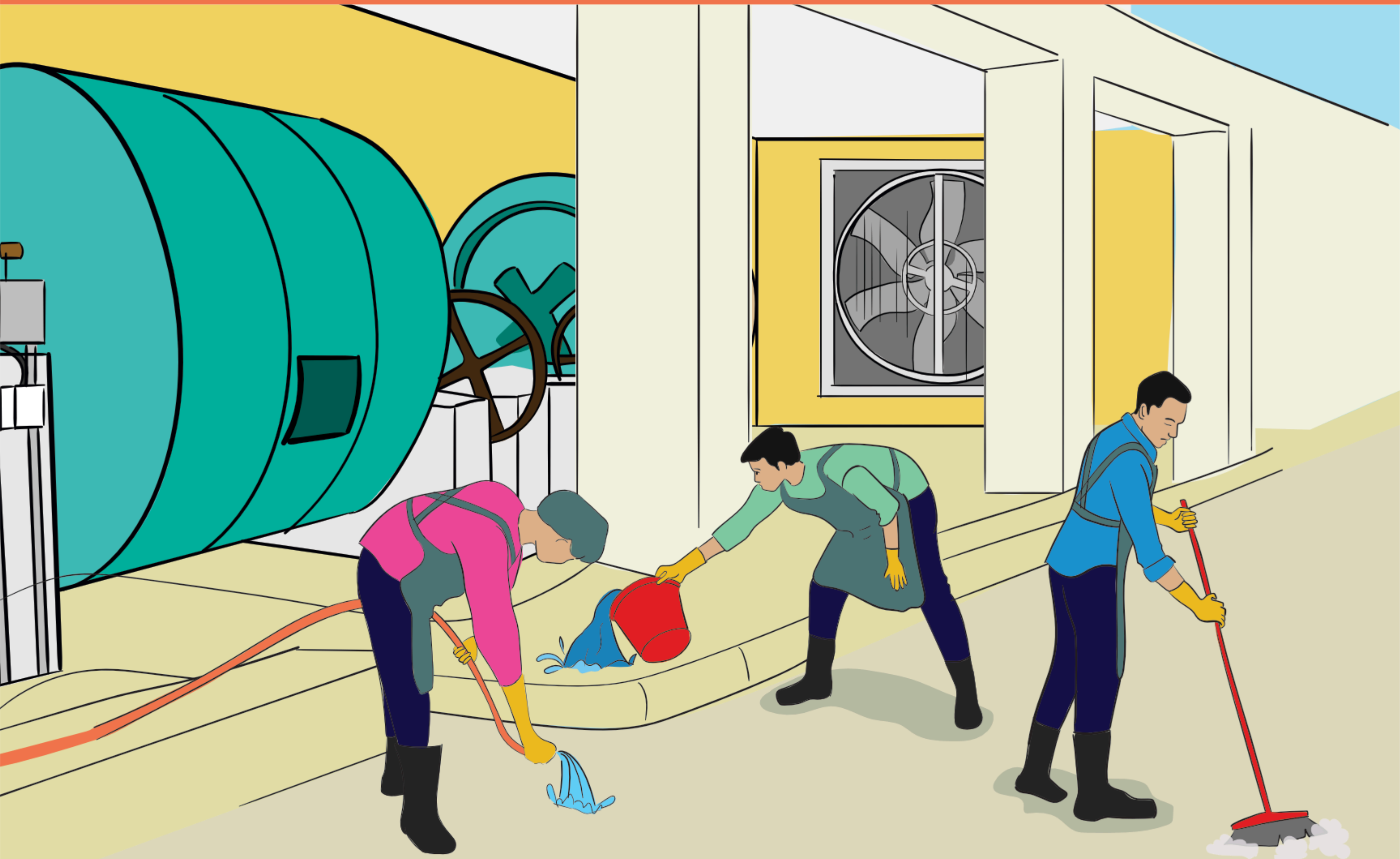
হাউজকিপিং এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

RECP (Resource Efficient and Cleaner Production) হলো একটি প্রক্রিয়া যা শিল্প ক্ষেত্রে শক্তি, পানি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এতে নিখুঁত উৎপাদন, বর্জ্য হ্রাস, উপাদানের পুনরায় ব্যবহার এবং টেকসই উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়।

হাউজকিপিং এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা



Housekeeping এর বাংলা অর্থ হচ্ছে "গৃহ পরিচর্যা" বা "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা"। সাধারণত housekeeping বলতে বাড়ি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের ভেতরে সঠিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গোছগাছ করা, এবং সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বোঝানো হয়।



৫এস (5S) হল একটি জাপানি ম্যানেজমেন্ট কৌশল যা কাজের জায়গাকে সংগঠিত, পরিষ্কার ও কার্যকর করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ৫এস এর পাঁচটি ধাপের নামগুলো জাপানি শব্দ থেকে নেওয়া, এবং এগুলোর বাংলা অর্থ হলো:

Sort (সর্ট - সরানো): অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাজের স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা।

Set in Order (সেট ইন অর্ডার - সঠিক স্থান নির্ধারণ): প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এমনভাবে সাজানো যাতে সহজে পাওয়া যায় এবং ব্যবহার সহজ হয়।

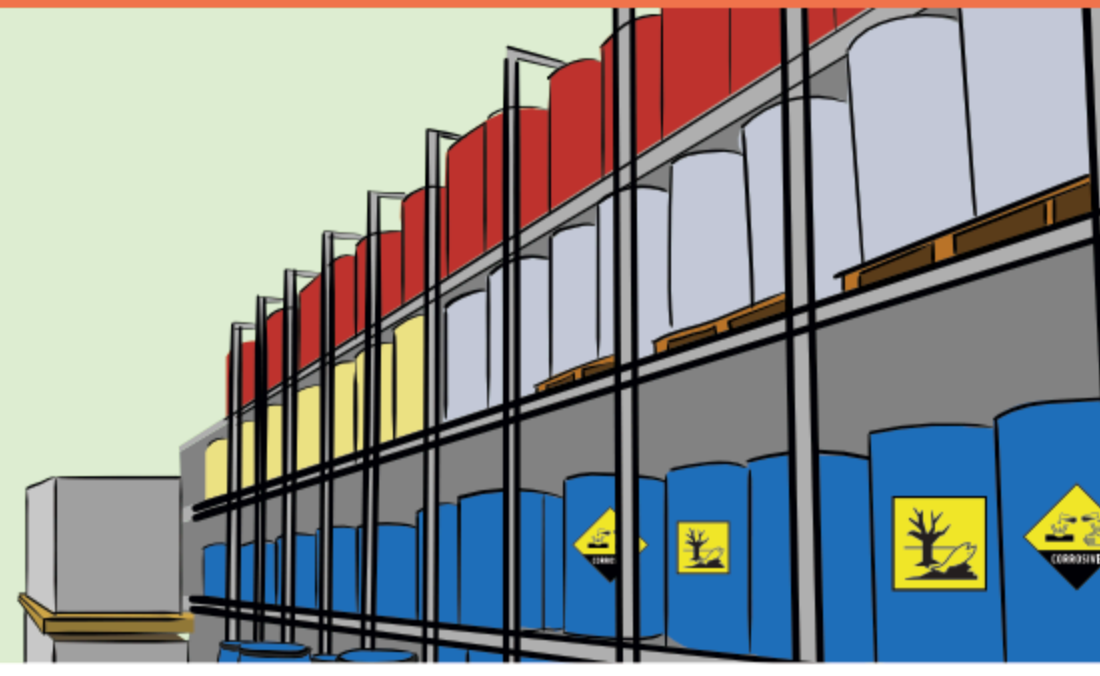
Shine (শাইন - পরিষ্কার করা): পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কাজের স্থান ঝকঝকে রাখা।

Standardize (স্ট্যান্ডার্ডাইজ - নিয়মিতকরণ): পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনাকে নিয়ম করে তোলা এবং সবাইকে তা মেনে চলতে শেখানো।

Sustain (সাস্টেইন - শৃঙ্খলা): এই নিয়মগুলো নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা।



Sort (সর্ট - সরানো): অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাজের স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা।



Set in Order (সেট ইন অর্ডার - সঠিক স্থান নির্ধারণ): প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এমনভাবে সাজানো যাতে সহজে পাওয়া যায় এবং ব্যবহার সহজ হয়।



Shine (শাইন - পরিষ্কার করা): পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কাজের স্থান ঝকঝকে রাখা।



Standardize (স্ট্যান্ডার্ডাইজ - নিয়মিতকরণ): পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনাকে নিয়ম করে তোলা এবং সবাইকে তা মেনে চলতে শেখানো।



Sustain (সাস্টেইন - শৃঙ্খলা): এই নিয়মগুলো নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

হাউজকিপিং এর মূল নিয়ম

- ১ কাজ শেষে সব সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সঠিক স্থানে ফিরিয়ে রাখা।
- ২ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থের সঠিক ব্যবহার এবং নিরাপদ সংরক্ষণ।
- ৩ কাজের স্থান নিয়মিত পরিষ্কার ও ঝকঝকে রাখা।
- ৪ ময়লা, আবর্জনা ও বর্জ্য উপযুক্ত স্থানে ফেলা এবং সময়মতো নিষ্কাশন।
- ৫ চলাচলের পথ এবং যে কোনো দুর্ঘটনার সময় বহিঃগমনের পথ উন্মুক্ত ও পরিষ্কার রাখা।

হাউজকিপিং এর মূল নিয়ম



কাজ শেষে সব সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি
সঠিক স্থানে ফিরিয়ে রাখা।



রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থের সঠিক ব্যবহার এবং নিরাপদ সংরক্ষণ।



কাজের স্থান নিয়মিত পরিষ্কার ও ঝকঝকে রাখা।



ময়লা, আবর্জনা ও বর্জ্য উপযুক্ত স্থানে ফেলা
এবং সময়মতো নিষ্কাশন।



চলাচলের পথ এবং যে কোনো দুর্ঘটনার সময়
বহিঃগমনের পথ উন্মুক্ত ও পরিষ্কার রাখা।

প্রারম্ভিক:

বাংলাদেশের চামড়াশিল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে হলে শুধুমাত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যথেষ্ট নয়; বরং কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শোভন কর্ম পরিবেশ বজায় রাখা অপরিহার্য। ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকরা প্রতিদিন রাসায়নিক পদার্থ, ভারী যন্ত্রপাতি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশে কাজ করেন। ফলে সামান্য অসতর্কতা থেকেও গুরুতর দুর্ঘটনা বা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এর প্রভাব শুধু শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর নয়, পুরো কারখানার উৎপাদনশীলতা ও দেশের অর্থনীতির ওপরও পড়ে।

তবে সঠিক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহারের মাধ্যমে এসব ঝুঁকি অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। পাশাপাশি নিরাপত্তা কমিটি গঠন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি কার্যকর করা এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার মানদণ্ড (ESMS) অনুসরণ করলে ট্যানারিগুলো আন্তর্জাতিক Leather Working Group (LWG) সনদ অর্জনের পথ সুগম করতে পারবে। এর মাধ্যমে শুধু শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত হবে না, বরং নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং চামড়াশিল্প একটি টেকসই খাত হিসেবে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন করবে।

সাভার ট্যানারি শিল্প এলাকার পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এর লক্ষ্যে শিখন উপকরণ হিসেবে দুইটি ফ্লিপচার্ট তৈরি করা হয়েছে। শ্রমিক, ব্যবস্থাপক এবং কারখানার মালিক সবার জন্য এটি সচেতনতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

ফ্লিপচার্টগুলো নিম্নরূপ-

ফ্লিপচার্ট ১- শোভন কর্মপরিবেশ

ফ্লিপচার্ট ২- পরিবেশ ও ট্যানারির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

*এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের দায়ভার দাতা সংস্থার নয়।



Sustainable Manufacturing and
Environmental Pollution Programme



UK International
Development

Partnership | Progress | Prosperity



সংকলন ও সম্পাদনায়:

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন

প্রকাশনা:

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ

www.etibd.org

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পার্সনের করণীয়:

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পার্সন লিখিত ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ভালোভাবে দেখে নেবেন। রিসোর্স পার্সন এই নির্দেশাবলি অনুসরণ করলে অধিবেশন পরিচালনা সহজ হবে। ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীর মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এই চার্ট ব্যবহারের প্রয়োজন সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে;
২. ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীর সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে প্রশিক্ষককে অবশ্যই তা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এবং অংশগ্রহণকারীর সামনে তা পড়া ভালো লক্ষণ নয়;
৩. ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার সময় কোথাও যেন রং বা লেখা অস্পষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;
৪. ফ্লিপচার্ট সামনের দিক থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এবং কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে, সে খেয়াল রাখতে হবে;
৫. সাধারণত ফ্লিপচার্টের এক পিঠে ছবি এবং অন্য পিঠে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা থাকে। প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে;
 - ছবিতে আমরা কী দেখছি?
 - ছবি দেখে কী বুঝতে পারছি?
 - আমাদের চারপাশে কি এরকম কিছু দেখতে পাই?
 - এমন ক্ষেত্রে আমরা কী করি?
 - এমন ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?
৬. প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীকে একে একে আলোচ্য বিষয়ের ওপর নিজেদের মতামত দেওয়ার সুযোগ দেবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করবে, প্রশিক্ষক কৌশলে তাদের আলোচনায় যুক্ত করবেন;
৭. ফ্লিপচার্টে যে বিষয়ের ওপর আলোচনা শেষ না হলে পরের পৃষ্ঠা উল্টানো উচিত নয়;
৮. ছবি দেখানো বা আলোচনার সময় কোনোভাবে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনার সুবিধা যথাযথভাবে পাবে না;
৯. আলোচনায় কোনো ভুল বা ভ্রান্তি ধরা পড়লে প্রশিক্ষক ব্যাখ্যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর সেই ভুল বা ভ্রান্তি সংশোধন করবেন;
১০. সম্পূর্ণ ফ্লিপচার্ট উপস্থাপন করার পর প্রশিক্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন।



www.blfbd.com



www.etibd.org